



256227 - কেরবানী শরয়িতরে বধিান হওয়ার দললি-প্ৰমাণ এবং এ দললিগুলো কেরবানি ওয়াজবি হওয়া নরিদশে করে; নাকি মুস্তাহাব হওয়া?

প্ৰশ্ন

আমি আপনাদরে ওয়েবসাইটে বদিযমান কেরবানী সংক্ৰান্ত ফতোয়াগুলো পড়ছি। সগুলোতে কেরবানীকে সুন্নত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এর পক্ষে জোরালো কোন দললি ওয়েবসাইটে নাই। অনুগ্রহ করে আপনারা কেরবানী করা সুন্নত; ওয়াজবি নয়। এই মর্মে কিছু দললি কি উল্লেখ করতে পারেন? বিশেষতঃ "যে ব্যক্তির সামর্থ্য রয়েছে, কিন্তু কেরবানী করল না, সে যেনে আমাদের ঈদগাহরে নকিটবর্তী না হয়"[সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-৩১২৩] এ হাদিস সম্পর্কে কী বলবেন?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষিপ্তসার:

এ মাসয়ালায় আলমেগণরে মতভদে ধর্তব্যযোগ্য। আমাদের কাছে কেরবানী মুস্তাহাব হওয়ার অভিমতটি অগ্রগণ্য সাব্যস্ত হয়েছে।

সামর্থ্যবানদরে মধ্যে যারা কেরবানী করা বাদ দনে না তারা উঁচুমানরে তাকওয়া রক্ষা করনে। এটাই সতর্কতা ও শরয়ি দায়মুক্তির ক্ষতেরে অধিক নিরাপদ; যমেনটি শাইখ উছাইমীনরে বক্তব্য আমরা পূর্বে পশে করছি।

যে ব্যক্তি এ বিষয়ে আরও জানতে আগ্রহী তিনি শাইখ উছাইমীন লখিতি "আহকামুল উযহয়িয়া ওয়ায যাকাত" এবং শাইখ হুসামুদ্দীন আফাফা কর্তৃক রচিত "আল-মুফাস্সাল ফি আহকামলি উযহয়িয়া" পড়তে পারনে। এ কতিবতে তিনি সহজ সরল কথায় চমৎকার লখিছেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্ৰয়ি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

এ মাসয়ালায় আলমেদরে মাঝে মতভদে সুবদিতি। অধিকাংশ আলমে কেরবানী করাকে সুন্নত মনে করনে; ওয়াজবি নয়।



হানাফি মাযহাবের আলমেগণ ও এক বর্ণনা মতে, ইমাম আহমাদ ও শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার মনোনীত অভিমিত হচ্ছোঁ সামর্থ্যবানরে জন্য করেবানী করা ওয়াজবি।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

অধিকাংশ আলমেদের অভিমিত হচ্ছোঁ করেবানী করা সুন্নত; ওয়াজবি নয়।

এটি আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ), বলিাল (রাঃ), আবু মাসউদ আল-বদরি (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীর অভিমিত হিসেবেও বর্ণিত আছে। এ অভিমিত ব্যক্ত করছেন: সুওয়াইদ বনি গাফালাহ, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যবি, আলকামা, আল-আসওয়াদ, আতা, শাফয়ে, ইসহাক, আবু ছাওর ও ইবনে মুনযরি প্রমুখ আলমে। আর রাবআ, মালকে, ছাওরি, আল-আওয়য়ি, আল-লাইছ ও আবু হানফি এর অভিমিত হচ্ছোঁ এটি ওয়াজবি। যহেতে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদসি এসছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তরি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও করেবানী করে না, সে যনে আমাদরে ঈদগাহরে নকিটবর্তী না হয়"। এবং মখিনাফ বনি সুলাইম থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "হে লোকসকল! প্রত্যকে পরবিাররে উপর আবশ্যক হল প্রতি বছর একটা করেবানী ও একটা আতরি দয়ো"।

আর আমাদরে দলি হল যে হাদসিটি ইমাম দারাকুতনী ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন: "তনিটি আমল আমার উপর ফরয করা হয়ছে; সগুলো তোমাদের জন্য নফল"। অপর এক বর্ণনায় এসছে: "বতিরি নামায, করেবানী ও ফজররে দুই রাকাত সুন্নত"।

তাছাড়া যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তরি করেবানী করতে ইচ্ছুক এমতাবস্থায় যলিহজ্জরে (প্রথম) দশকে প্রবশে করছে সে যনে চুল বা চামড়ার কোন অংশ কর্তন না করে"। [সহি মুসলিম] এ হাদসি করেবানী করাকে 'ইচ্ছা'-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়ছে। ওয়াজবি আমলকে ব্যক্তরি ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা হয় না। [আল-মুগনি (১১/৯৫) থেকে সমাপ্ত]

দুই:

আলমেদের প্রত্যকে দল নজিদের মতরে পক্ষে একাধিক দলি পশে করছেন। কনিত্ত, কোন দলরে দলিগুলোর সনদ সমালোচনা মুক্ত নয় কংবা দলি দান প্রক্রিয়াটা বতিরক মুক্ত নয়। এখানে আমরা শুধু গুরুত্বপূর্ণ মারফু হাদসিগুলো উল্লেখ করব:

যারা করেবানীকে ওয়াজবি বলেন তাদের প্রথম হাদসি:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যে ব্যক্তরি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও



কোরবানী করে না, সে যেনে আমাদের ঈদগাহরে নকিটবর্তী না হয়"।[সুনানে ইবনে মাজাহ (৩১২৩)] হাদিসি বশিারদ ইমামগণরে অনেকে এ হাদসিকে মারফু হাদসি হিসেবে মনে নেননি। বরং তারা এটাকে আবু হুরায়রা (রাঃ) এর উক্তি হিসেবে হুকুম দিয়েছেন; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী হিসেবে নয়।

বাইহাকী তার সুনান গ্রন্থে (৯/২৬০) বলেন: আমার কাছে আবু ঈসা তরিমযি থেকে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন: সঠিকি মতানুযায়ী এটি আবু হুরায়রা (রাঃ) এর উক্তি। তিনি বলেন: জাফর বনি রাবআ ও অন্যান্য রাবীগণ এ হাদসিটিকে আব্দুর রহমান আল-আরাজ এর সূত্রে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মাওকুফ হাদসি (সাহাবীর বাণী) হিসেবে বর্ণনা করছেন।[সমাপ্ত]

হাফযে ইবনে হাজার বলেন: ইবনে মাজাহ ও ইমাম আহমাদ হাদসিটি সংকলন করছেন। সনদরে রাবীগণ সকলে ছকিহ (নির্ভরযোগ্য)। কিন্তু, হাদসিটি কি মারফু হাদসি; নাকি মাওকুফ হাদসি এ নিয়ে মতভেদে রয়েছে। মাওকুফ এর অভিমতটিই শুদ্ধতার অধিকি নকিটবর্তী। ইমাম তাহাবী ও অন্যান্য হাদসিবদি এ কথা বলছেন। এরপরেও হাদসিটি কোরবানী ওয়াজবি হওয়ার পক্ষে সুস্পষ্ট দলিল নয়।[ফাতহুল বারী (১২/৯৮) থেকে সমাপ্ত]

এ হাদসিকে মাওকুফ হাদসি হিসেবে অগ্রগণ্যতা দিয়েছেন: ইবনে আব্দুল বার, আব্দুল হক্ব তার 'আহকামুল উসতা' গ্রন্থে (৪/১২৭), আল-মুনযরি 'আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব' গ্রন্থে, ইবনে আব্দুল হাদী 'আত-তানকীহ' গ্রন্থে (২/৪৯৮), দেখুন: সুনানে ইবনে মাজাহ এর মুহাক্ককিগণ কর্তৃক লিখিত টীকাসমূহ (৪/৩০৩)]

দ্বিতীয় হাদসি: আবু রামলা কর্তৃক মখিনাফ বনি সুলাইম থেকে বর্ণনাকৃত মারফু হাদসি: "হে লোকসকল! প্রত্যকে পরবারে উপর আবশ্যিক হল প্রতি বছর একটা কোরবানী করা ও একটা আতরিা দয়া"।[সুনানে আবু দাউদ (২৭৮৮), সুনানে তরিমযি (১৫৯৬) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (৩১২৫)]

আতরিা: প্রত্যকে রজব মাসে তারা একটা পশু জবাই করত। এটাকে 'রজবযিয়া'ও বলা হত।

একদল আলমে এ হাদসিটিকে যয়ীফ (দুর্বল) বলছেন। যহেতে 'আবু রামলা' যার নাম হচ্ছে আমরে; অজ্ঞাত পরচিয়।

আল-খাত্তাবা বলেন: এ হাদসিটির সনদ যয়ীফ (দুর্বল)। আবু রামলা লোকটি 'মাজহুল' (অজ্ঞাত পরচিয়)।[মাআলমিস সুনান (২/২২৬) থেকে সমাপ্ত]

আয-যাইলাঈ বলেন: আব্দুল হক্ব বলছেন: এর সনদ যয়ীফ (দুর্বল)। ইবনুল কাত্তান বলেন: এ হাদসিরে ইল্লাত বা সমস্যা হল 'আবু রামলা' যার নাম হচ্ছে আমরে; এ রাবীর অবস্থা অজ্ঞাত থাকা। কারণ এ ব্যক্তিকে শুধু এ সনদই পাওয়া যায়। তার থেকে হাদসিটি বর্ণনা করছেন ইবনে আউন।[নাসবুর রাইয়া (৪/২১১) থেকে সমাপ্ত]

আর যারা কোরবানী করাকে মুস্তাহাব বলেন তারাও একাধিকি মারফু হাদসি দিয়ে দলিল দেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ



হচ্ছে দুইটি হাদিস; যে হাদিসদ্বয় ইবনে কুদামা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম হাদিস: ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদিস যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "তিনিটি আমল আমার উপর ফরয; তোমাদের জন্য নফল: বতিরি, কোরবানী ও সালাতুত দোহা"। [মুসনাদে আহমাদ (২০৫০) ও সুনানে বাইহাকী (২/৪৬৭)]

এ হাদিসটিকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী একদল আলমে যয়ীফ বা দুর্বল বলছেন। ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন: "এ হাদিসের সনদে কনেদ্র হচ্ছে আবু জানাব আল-কালবি এর উপর। তিনি বর্ণনা করেছেন ইকরমি থেকে। আবু জানাব আল-কালবি 'যয়ীফ' (দুর্বল) ও 'মুদাল্লসি' এবং এ সনদে তিনি عن (অমুক থেকে) শব্দ যোগে বর্ণনা করেছেন। ইমামদের অনেকে এ হাদিসকে যয়ীফ বলছেন। যমেনটি বলছেন: ইমাম আহমাদ, ইমাম বাইহাকী, ইমাম ইবনুস সালাহ, ইমাম ইবনুল জাওয়া, ইমাম নববী ও অন্যান্য ইমামগণ। [আত-তালখসিল হাবীর (২/৪৫) থেকে সংক্ষিপ্ত ও সমাপ্ত] আরও দেখুন: (২/২৫৮)]

দ্বিতীয় হাদিস: উম্মে সালামা (রাঃ) এর হাদিস যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তি কোরবানী করতে ইচ্ছুক এমতাবস্থায় যলিহজ্জেরে (প্রথম) দশকে প্রবশে করে সে যেনে চুল বা চামড়ার কোন অংশ কর্তন না করে"। [সহিহ মুসলিম (১৯৭৭)]

ইমাম শাফয়ী বলেন: "কোরবানী করা যে, ওয়াজবি নয় এ হাদিসটির দলিল। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন "ইচ্ছুক"। তিনি বিষয়টিকে "ইচ্ছা"-এর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যদি কোরবানী করা ওয়াজবি হত তাহলে তিনি বলতেন: সে যেনে কোরবানী করা অবধি চুলে হাত না দেয়"। [আল-মাজমু (৮/৩৮৬) থেকে সমাপ্ত]

কিন্তু এ দলিল দান প্রক্রিয়া সমালোচনা মুক্ত নয়। কারণ ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করাটা ওয়াজবি না হওয়ার পক্ষে কোন দলিল নয়।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

"আমার মতে, ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করাটা ওয়াজবি হওয়াকে নাকচ করে না; যদি ওয়াজবি হওয়ার পক্ষে অন্য দলিল পাওয়া যায়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মীকাতেরে ক্ষেত্রে বলছেন: "এ মীকাতগুলো তাদের জন্য যারা এ স্থানগুলোতে বসবাস করে কিংবা অন্য স্থানেরে অধিবাসীদের যারা এ স্থানগুলোর উপর দিয়ে গমন করে, যারা হজ্জ ও উমরা পালনে ইচ্ছুক"। এ হাদিসে ইচ্ছা শব্দরে উল্লেখ থাকলেও অন্য দলিল দিয়ে হজ্জ ও উমরা ওয়াজবি হওয়ার পথে এটি প্রতিনিধক হয়নি। যহেতে সামর্থ্যহীন ব্যক্তি কোরবানী করার ইচ্ছা থাকে না; তাই সকল মানুষকে কোরবানী করতে ইচ্ছুক ও অনিচ্ছুক এ দুইভাগে ভাগ করা সঠিক হয়েছে। এটি সামর্থ্য থাকা ও না-থাকার দৃষ্টিকোণ থেকে। [আহকামুল উযহয়িয়া ওয়ায যাকাত, পৃষ্ঠা-৪৭]



সারকথা: যবে হাদিসগুলো দয়িবে কেরবানী ওয়াজবি হওয়ার পক্ষে দলিল দয়ো হয় সগেলো সমালোচনা মুক্ত নয়; যদিও কোন কোন আলমে সবেব হাদিসিবে কোনটকিবে 'হাসান' বলছেন।

আর যবে হাদিসগুলোতে কেরবানী মুস্তাহাব হওয়ার দলিল রয়েছে সনদবে দকি দয়িবে সবে হাদিসগুলো আর বশেী যয়ীফ (দুবল)।

এ কারণে শাইখ উছাইমীন (রহঃ) 'আহকামুল উয়হয়ীয়া ওয়য যাকাত' পুস্তকিার শেষে বলেন: "এই হচ্ছো আলমেদবে অভমিত ও তাদবে দলিলাদি। ইসলামে কেরবানী মরযাদা ও গুরুত্ব তুলে ধরার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে এসব উল্লেখ করলাম। এ সংক্রান্ত দলিলগুলো প্রায় সমমানবে। তাই সতর্কতা হচ্ছো সাধ্য থাকলে কেরবানী করা বাদ না দেওয়া। কোননা কেরবানী মধ্যবে আল্লাহর মহত্ব ও স্মরণ রয়েছে। এবং এতে বান্দার দয় নশ্চিতিভাবে মুক্ত হয়। [সমাপ্ত]

তনি:

কেরবানী করা ওয়াজবি না হওয়ার অভমিতকে দুইটি জিনিস মজবুত করে:

১. আদি দয়মুক্তি: যবেহেতু কেরবানী ওয়াজবি হওয়ার পক্ষে সংঘর্ষমুক্ত কোন দলিল পাওয়া যায়নি তাই মূল অবস্থা হল কেরবানী ওয়াজবি না হওয়া।

শাইখ বনি বায বলেন: সামরুথযবান ব্যক্তরি জন্য কেরবানী করা সুন্নত; ওয়াজবি নয়। কোননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা-কালো রঙবে দুটো ভেড়া দয়িবে কেরবানী করছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবে জীবদ্দশায় ও তাঁর মৃত্যুর পরে সাহাবায়ে কেরামও কেরবানী করছেন। এভাবে তাদবে পরবর্তীতে মুসলমি উম্মাহ কেরবানী করছে। কনিত্ত, শরয়ি দলিলে এমন কিছু পাওয়া যায় না যা প্রমাণ করে যবে, কেরবানী করা ওয়াজবি। সুতরাং ওয়াজবি বলার অভমিত দুর্বল। [মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (১৮/৩৬)]

২. সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণতি সহহি আছারগুলো:

আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণতি আছে যবে, তারা কেরবানী করতনে না; না জানি মানুষ কেরবানী করাকে ওয়াজবি ভাবে এটাকে অপছন্দ করে।

ইমাম বাইহাকী 'মারফিতুস সুনান ওয়াল আছার' গ্রন্থে (১৪/১৬, নং- ১৮৮৯৩) আবু সারহি থেকে বর্ণনা করনে যবে, তিনি বলেন: "আমি আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) কে পয়েছি। তারা দুইজন আমার প্রতবেশি ছিলিবে। তারা দুইজন কেরবানী করতনে না।"

এরপর বাইহাকী বলেন: আমরা সুনান গ্রন্থে সুফয়ান বনি সাঈদ আস-ছাওররি হাদিস বর্ণনা করছি, যা তিনি তার পতি থেকে বর্ণনা করছেন, এবং মুতাররিফি-এর হাদিস বর্ণনা করছি এবং ইসমাইল-এর সূত্রে শাবী-এর হাদিস বর্ণনা করছি। তাদবে



কারো কারো হাদিসে রয়েছে যে, লোকেরা তাদের দুইজনকে অনুকরণ করার ভয়ে।

[আরও দেখুন: আস্-সুনান আল-কুবরা (৯/৪৪৪)]

ইমাম নববী 'আল-মাজমু' গ্রন্থে (৮/৩৮৩) বলেন: পক্ষান্তরে, আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছারটি ইমাম বাইহাকী ও অন্যান্য আলমেগণ 'হাসান' সনদে বর্ণনা করেছেন। [সমাপ্ত]

হাইছামী বলেন: এ আছারটি তাবারানী 'আল-কাবরি' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ আছারের সনদে রাবীগণ সকলে সহি হাদিসের রাবী। [মাজমাউয যাওয়াদে (৪/১৮) থেকে সমাপ্ত; শাইখ আলবানী 'আল-ইরওয়া' (৪/৩৫৪) আছারটিকে সহি বলছেন]

বাইহাকী (৯/৪৪৫) তার নিজস্ব সনদে আবু মাসউদ আল-আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমি সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও কেরবানী করিনি। এই ভয়ে যে, আমার প্রতবিশীরা মনে করবে, কেরবানী করা আমার উপর অপরহির্ষ। [আলবানী 'আল-ইরওয়া' গ্রন্থে এ আছারটিকে সহি বলছেন]